পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

আল-আমীন মিলিনীয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

E-mail:payraport@yahoo.com

টেলি ফ্যাক্স: ০২-৯৫৮৩১৩৩

নথি নং- ১৮.২১.৭৮৬৬.০১৪.০০.০১০.১৬ (অংশ-৪)/৪২ তারিখ: ১৪/০১/২০১৯ খ্রিঃ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা

১৪ জানুয়ারী, ২০১৯

"পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং" শীর্ষক জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পায়রা ড্রেজিং কোম্পানি লিমিটেড এর মধ্যকার পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৫ নভেম্বর ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে ''পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩'' পাস করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা বন্দর নামে দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দরের শুভ উদ্বোধন করেন। পায়রা বন্দর বর্তমান সরকারের "ফাস্ট ট্রাক" এর আওতাধীন বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বন্দরে অধিক ড্রাফটের জাহাজ আনায়ন সহ পূর্নাঙ্গ রূপে বন্দরকে চালুর লক্ষ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অত্যন্ত জরুরী । জাতীয় অর্থনীতি তথা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পায়রা বন্দরের অবদান বিবেচনা করে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে অতি অল্প সময়ে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষে বাস্তবতা বিবেচনায় গত ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্পটি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিপিপি আইন, ২০১৫ এর ধারা ১৮ দফা (২) এর আলোকে পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর গত ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রকল্পটি জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে ঘোষনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পিপিপি আইন, ২০১৫ এবং জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বিধিমালা, ২০১৮ অনুসরণ করে বেলজিয়াম ভিত্তিক বিখ্যাত ড্রেজিং কোম্পানী জান ডে নুল এর প্রস্তাব যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অদ্য ১৪ জানুয়ারী ২০১৯ মাননীয় মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর উপস্থিতিতে পিপিপি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পটি জান ডে নুল, বেলজিয়াম কর্তৃক গঠিত পায়রা ড্রেজিং কোম্পানী লিমিটেড বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পটির আওতায় পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে ১০.৫ মিটার ড্রাফটের ৪০,০০০ ডিডব্লিউটি বাল্ক ক্যারিয়ারের চলাচলে সক্ষম চ্যানেল (টার্নিং বেসিন সহ) ডিজাইন এবং ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ ১২ বৎসর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করা হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ফলে ২৮ মাস সময়ে ৭৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ, ১০০-১২৫ মিটার প্রশস্থ এবং সর্বোচ্চ ১০.৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত চ্যানেল তৈরি হবে। অতঃপর ০৬ মাস প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করা হবে। চুক্তির বাকি বছরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য উভয় পক্ষ অর্থায়নের উৎস খুজবে এবং অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্প কোম্পানী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৮৬৪,৩১৮,৭৪৩ ইউরো প্রয়োজন হবে যা বেলজিয়াম এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সী এর সহায়তায় এইচএসবিসি (HSBC) এবং এর কনসোর্টিয়াম ব্যাংক হতে পায়রা ড্রেজিং কোম্পানী লিমিটেড গ্রহণ করবে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং শেষ হওয়ার ০৬ মাস পর হতে অর্থাৎ চুক্তি স্বাক্ষরের আনুমানিক ৪৬ মাস পর হতে উক্ত অর্থ ২০ টি সমপরিমাণ অর্ধ বার্ষিক কিস্তিতে সুদ সহ পরিশোধ করবে।

ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজটি সর্বমোট ৩৪ মাসে ০৩ টি সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পাদিত হবে। প্রথম ধাপে (১৪ মাস) চ্যানেলে পলি জমার (Siltation) সঠিক পরিমাণ নির্ধারনের জন্য ০২ টি ড্রেজার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মোবিলাইজেশন, ০৫ টি ড্রেজিং টেস্ট পিট খনন, জোয়ার ভাটা, সমুদ্রের স্রোতের দিক ও প্রবাহ মাত্রা, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি নির্ণয়ের লক্ষ্যে সাগরে ০৩ টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Monopole) তৈরী ও পর্যবেক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং সমীক্ষা সম্পন্ন এবং চ্যানেল এলাইনমেন্ট ও চূড়ান্ত ডিজাইন করা হবে । উল্লিখিত সকল কার্যাদি সম্পন্ন ও পর্যবেক্ষন করে

ড্রেজিং এলাইমেন্ট তৈরী, পলি জমার হার নির্ধারণ সহ ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এর সর্বোত্তম কৌশল নির্ধারণ করা হবে । দ্বিতীয় ধাপে ১১ টি ড্রেজার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মোবিলাইজেশন সহ ইনার ও বহিঃ চ্যানেলের মূল ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ ১৪ মাসে সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া এ সময়ে উপকূল সন্নিকটস্থ সাগরে ভূমি উদ্ধার (Offshore Reclamation) এর জন্য স্টকপাইল প্রস্তুত, অফশোর রিক্লেমেশন এর জন্য ০৬ কিঃ মিঃ দীর্ঘ বাঁধ এর কাজ ও জাহাজ চলাচলের সহায়তার জন্য বাতিসহ বয়া স্থাপন করা হবে। তৃতীয় ধাপে প্রকল্প কোম্পানী কর্তৃক ০৬ মাসের জন্য বন্দরের চ্যানেলে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করা হবে । ক্যাপিটাল ড্রেজিং চলাকালীন আনুমানিক ১১১.৩৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার ড্রেজিং ম্যাটারিয়াল অপসারণ সহ তিনটি ধাপে আনুমানিক ১৫২.৩৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার ড্রেজিং ম্যাটারিয়াল অপসারণ করা হবে।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ড্রেজিং কোম্পানী জান ডে নুল, বেলজিয়াম ১৯৫১ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে ড্রেজিং করে ২০ মিটার পর্যন্ত গভীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। কোম্পানীটির সর্বাধুনিক ও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাটার সাকশন ড্রেজার ও ট্রেইলিং সাকশন হোপার ড্রেজার এর নৌ বহর রয়েছে। ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের সংযোগকারী পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম চ্যানেল সুয়েজখাল খননের একক কৃতিত্বের অধিকারী জান ডি নুল, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিন আমেরিকার বহু বন্দরে বৃহৎ পরিসরে ড্রেজিং প্রকল্প সম্পন্ন করেছে।

পায়রা বন্দর সন্নিহিত এলাকায় বর্তমানে পাঁচটি কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং একটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ বিদ্যুৎকেন্দ্র গুলো প্রায় ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে। এজন্য প্রতি বছর ২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা আমদানী করতে হবে, যা বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকরণ চাহিদা (কয়লা, এলএনজি, এলপিজি) পূরণ করবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সুবিধাদির মধ্যে অন্যতম হলোঃ

১। জোয়ারের সহায়তায় সর্বোচ্চ ১২ মিটার ড্রাফটের জাহাজ বন্দরের জেটিতে সরাসরি ভিড়তে পারবে।

২। কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের জন্য বিদেশ থেকে বাৎসরিক ২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা বন্দরের পোতাশ্রয়ে সরাসরি খালাস করা যাবে, যা দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকরণ চাহিদা পূরণ করবে।

৩। ৩,০০০ টিইইউ এর কন্টেইনার জাহাজ ও ৪০,০০০ মেট্রিক টন এর বাল্কবাহী জাহাজ বন্দরের জেটিতে সরাসরি ভিড়তে পারবে।

৪। পরিকল্পনা মোতাবেক বন্দর অবকাঠামোসহ অন্যান্য Component গুলো যেমন - কন্টেইনার, বাল্ক, এলএনজি টার্মিনাল ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে আগ্রহী দেশ ও প্রতিষ্ঠান পায়রা বন্দরে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।

৫। বন্দরকেন্দ্রিক দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিল্প অবকাঠামো গড়ে উঠবে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে।

পায়রা বন্দরকে গভীর সমুদ্র বন্দর আকারে গড়ে তোলার লক্ষে রাবনাবাদ চ্যানেলকে ভবিষ্যতে ১৪.৫ মিটার গভীর করা হবে। এই নতুন গভীর সমুদ্র বন্দর দেশের উত্তর দক্ষিণ অঞ্চলে অর্থনৈতিক করিডোর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষিণের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে (South Central zone) রূপান্তরিত হবে। এমতাবস্থায়, রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দক্ষিণ এশিয়ার উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

চুক্তির মুল বিষয়াদি

প্রকল্প কোম্পানী

প্রকল্পটি জান ডে নুল, বেলজিয়াম কর্তৃক গঠিত পায়রা ড্রেজিং কোম্পানী লিমিটেড বাস্তবায়ন করবে।

কারিগরি দিক

ডিজাইন চ্যানেলঃ প্রকল্পটির আওতায় পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে ১০.৫ মিটার ড্রাফটের ৪০,০০০ ডিডব্লিউটি বাল্ক ক্যারিয়ারের চলাচলে সক্ষম চ্যানেল (টার্নিং বেসিন সহ) ডিজাইন এবং ক্যাপিটাল ড্রেজিং সহ ১২ বৎসর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করা হবে।

চ্যানেলের দৈর্ঘ্যঃ ৭৫ কিঃ মিঃ
চ্যানেলের প্রস্থঃ ১০০-১২৫ মিটার
গভীরতাঃ সর্বোচ্চ ১০.৫ মিটার

সময়কাল

চুক্তির মেয়াদঃ	১২ বৎসর
ইঞ্জিনিয়ারিং সমীক্ষাঃ	১৪ মাস
ক্যাপিটাল ড্রেজিংঃ	১৪ মাস
প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংঃ	০৬ মাস
রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংঃ	৯ বৎসর ০২ মাস

অর্থনৈতিক দিক

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৮৬৪,৩১৮,৭৪৩ ইউরো প্রয়োজন হবে যা বেলজিয়াম এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সী এর সহায়তায় এইচএসবিসি (HSBC) এবং এর কনসোর্টিয়াম ব্যাংক হতে পায়রা ড্রেজিং কোম্পানী লিমিটেড গ্রহণ করবে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং শেষ হওয়ার ০৬ মাস পর হতে উক্ত অর্থ ২০ টি সমপরিমাণ অর্ধ বার্ষিক কিস্তিতে সুদ সহ পরিশোধ করবে। চুক্তির বাকি বছরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য উভয় পক্ষ অর্থায়নের উৎস খুজবে এবং অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্প কোম্পানী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সুবিধাদি

১। জোয়ারের সহায়তায় সর্বোচ্চ ১২ মিটার ড্রাফটের জাহাজ বন্দরের জেটিতে সরাসরি ভিড়তে পারবে।

২। কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের জন্য বিদেশ থেকে বাৎসরিক ২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা বন্দরের পোতাশ্রয়ে সরাসরি খালাস করা যাবে, যা দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকরণ চাহিদা পূরণ করবে।

৩। ৩,০০০ টিইইউ এর কন্টেইনার জাহাজ ও ৪০,০০০ মেট্রিক টন এর বাল্কবাহী জাহাজ বন্দরের জেটিতে সরাসরি ভিড়তে পারবে।

৪। পরিকল্পনা মোতাবেক বন্দর অবকাঠামোসহ অন্যান্য Component গুলো যেমন - কন্টেইনার, বাল্ক, এলএনজি টার্মিনাল ইত্যাদি স্থাপনা নির্মানের লক্ষ্যে আগ্রহী দেশ ও প্রতিষ্ঠান পায়রা বন্দরে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।

৫। বন্দরকেন্দ্রিক দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিল্প অবকাঠামো গড়ে উঠবে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে।